(৩০)

প্রথম আলো

তারিখ AUG 27 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত

প্রতিরোধের উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের

দিনাজপুর অফিস

বিভিন্ন ধরনের মাদকে ছেয়ে গেছে দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবি-প্রবি) এলাকা। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্ট ছাড়াও আশপাশের এলাকাগুলো মাদক কেনাবেচা ও সেবনের নিরাপদ ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। সবকিছু জেনেশুনেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাদক প্রতিরোধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে শতাধিক শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* জানান, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে নেশাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের বিধান আছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধানের ৫ (ক)-এর ১৩ এবং ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ১০ নম্বর ধারায় এ ব্যাপা সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পা কোনো ধরনের মাদক সেবন-সংরক্ষণ এ বেচাকেনা করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় সূ জানায়, ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার চত্বর, লাইব্রেরি পেছনে, কেন্দ্রীয় সংসদের বারান্দা, আবাসি হলের ছাদ, বিভিন্ন কক্ষে দিনে ও রাতে মাদকে জমজমাট আড্ডা বসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এ বহিরাগতেরা মিলে এ আড্ডা বসায়।

গাঁজা, ফেনসিডিল, চুয়ানি মদ, বিভি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট থাকে এসব আসরে এলাকাবাসী জানান, ক্যাম্পাসের বাইরে বাঁশেরহা বাজারে একাধিক হোটেল ও রেস্টুরেন্টে দিনরা মাদক কেনাবেচা চলে।

দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ওঁ হামিদুর রশিদ, ডিবি পুলিশ কর্মকর্তা এসআ মিনহাজসহ একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা হাবিপ্র মাদক কেনাবেচা ও সেবনের জন্য ব্যাপ পরিচিত হয়ে উঠেছে বলে স্বীকার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আব্দু মজিদ জানান, ক্যাম্পাসের ভেতরে এ ধরনে অপকর্মের ব্যাপারে কেউ কর্তৃপক্ষের কা